শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

২০২১ । সংখ্যা-১৬

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

কিভাবে কৃষ্ণের চরণপদ্মে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হবে

ভক্তজনের একটিমাত্র দুশ্চিন্তা হল এই যে, হয়ত সে জড়া-প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হতে পারে এবং কোনওভাবে কৃষ্ণের চরণপদ্ম বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে। সেটাতেই ভক্তের একমাত্র ভয়। সেই ভীতি ভক্তকে পরিশুদ্ধ করে তোলে। কোনও ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে ভয় করে না। হিরণ্যকশিপু তো নৃসিংহদেবকে দারুণ ভয় করত, দেবগণও নৃসিংহদেবকে ভয় করতেন, কিন্তু প্রহ্লাদ মোটেই ভগবান নৃসিংহদেবকে ভয় করত নাঃ "তিনি আমার রক্ষাকর্তা, তিনি আমার প্রভু।" ভক্ত শুধুমাত্র কৃষ্ণবিস্মৃতিকে ভয় পান। মায়ার সামনে তিনি বড়াই করেন না, বরং মায়াকে ভয় পান এবং তিনি কৃষ্ণকে ভয় করেন না। তিনি সর্বদাই কৃষ্ণের চরণপদ্মে সংলগ্ন হয়ে থাকেন, ঠিক যেমনি বাচ্চা শিশু তার মা'কে ভয় করে না আর সব কিছু থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মা'কেই জড়িয়ে

ধরে থাকে। কিন্তু শিশু ভয় পায় নতুন কোনও জনকে। ঠিক তেমনই এই জড়-জগৎটা আমাদের কাছে একটা নতুন বিচিত্র পরিবেশের মতো—এটা স্বাভাবিক নয়। অতএব আমাদের গুরু এবং গৌরাঙ্গের চরণপদ্মে আবদ্ধ হয়েই থাকতে হবে। আর তাঁদের চরণকমলে সংলগ্ন হয়ে থাকার সবচেয়ে সহজ পন্থা হল, এই জগতে তাঁদের অভিলাষ অভিব্যক্ত করা, তাঁদের অভিলাষ প্রতিপন্ন করার প্রয়াস সাধন করা আর তা করতে হলে অতি দীনভাবে অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পরমোৎসাহভরে প্রত্যেককে দিতে হবে কৃষ্ণভাবনামৃত।

ভক্তের কোনও শত্রু নেই

ভক্তের কোনও শত্রু থাকে না। তার প্রমাণ হল—যাকে শত্রু বলা হচ্ছে এমন কাউকে যদি ভক্ত করে তোলার বিন্দুমাত্র সুযোগ কোনও ভক্ত পান, কিংবা তাকে ভগবদ্ভক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অবকাশ পান, বা তাকে কোনও ভাবে কৃপা করতে পারেন (অবশ্য যদি সে তা গ্রহণ করে এবং অপদস্থ না করে), তা হলে ভক্তমাত্রেই সেই সুযোগটিকে তখনই আঁকড়ে ধরে ফেলে। 'শত্রু' বলতে তাকেই বোঝায় যার তুমি কোনও ক্ষতি করতে চাও। ভক্তের কোনও শত্রু নেই, তিনি প্রত্যেককেই চিন্ময় জগতে পাঠিয়ে দিতে চান।

ভক্তের দায়িত্ব

ভক্তকে মনে রাখতে হবে যে, তিনি কৃষ্ণের প্রতিনিধি। কৃষ্ণের ভক্ত প্রহ্লাদকে যখন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তখন কৃষ্ণ তাতে স্বয়ং অপরাধ গণ্য করেছিলেন। তেমনই, চারকুমার যখন বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন, তখন দুই দ্বারী তাঁদের পথরোধ করেছিলেন। তারপর নারায়ণ স্বয়ং চার কুমারের সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, "আমি স্বয়ং তাঁদের দোষত্রুটির দায়িত্ব নিলাম, কারণ ওরা আমারই সেবক। তাঁদের কার্যকলাপের জন্য আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" বলতে গেলে বিষয়টার দুটি দিক রয়েছে। যেহেতু ভক্ত হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, তাই ভগবান তাঁকে যেমন সর্ব বিষয়ে রক্ষা করে থাকেন, তেমনই ভক্তকেও পরমেশ্বর ভগবানের মতো কাজ করার দায়িত্ববোধ গ্রহণ করতে হয় কিংবা পরিমার্থিক দীক্ষাগুরু তাঁকে যা করতে বলেন তাতে দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়া উচিত।

কেউ যদি ভক্তের প্রতি অপরাধ করে, সেটা তার পরিমার্থিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি, প্রহ্লাদের কাছে অপরাধ করার ফলে, কিভাবে হিরণ্যকশিপুর জীবনকাল, তার রাজ্য রাজত্ব, তার ঐশ্বর্য –সব কিছু তাকে হারাতে হয়েছিল। ভক্ত কারও অমঙ্গল চায় না। তিনি এমন কোনও কাজ করেন না,

যাতে কেউ অপরাধে প্রবৃত্ত হতে পারে। অবশ্য, শুধুমাত্র হরিনাম জপচর্চা বা প্রচারের ফলে যদি কোনও অসুর বিব্রত বোধ করে, তবে কেবল সেই কারণেই আমরা প্রচার থামাতে পারি না। তবে, ভক্ত অনাবশ্যক কারণে এমন ভাবে কোনও কাজ করবে না, যাতে কেউ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে, কারণ তাতে সেই মানুষটি কৃষ্ণের চিন্তা থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারে। আর কৃষ্ণ নিজেকে দায়ী মনে করেন, কারণ ভক্ত তাঁর প্রতিভূ। তিনি তাঁকে রক্ষার দায়িত্ব নেন এবং ভক্তের কার্যকলাপেরও দায় গ্রহণ করে থাকেন। তাই ভক্তকে খুব সাবধান হতে হয় "আমি সমগ্র সম্প্রদায় এবং কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করছি। প্রচারকার্যে আমাকে খুব দায়িত্ব নিয়ে চলতেই হবে।" তবেই আমরা কৃপালাভ করতে পারি। দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপে কৃষ্ণ এবং গুরু অসন্তুষ্ট হন, আর তা হলে সেই প্রচারকারী ভক্ত কি করে সফল হবেন?

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

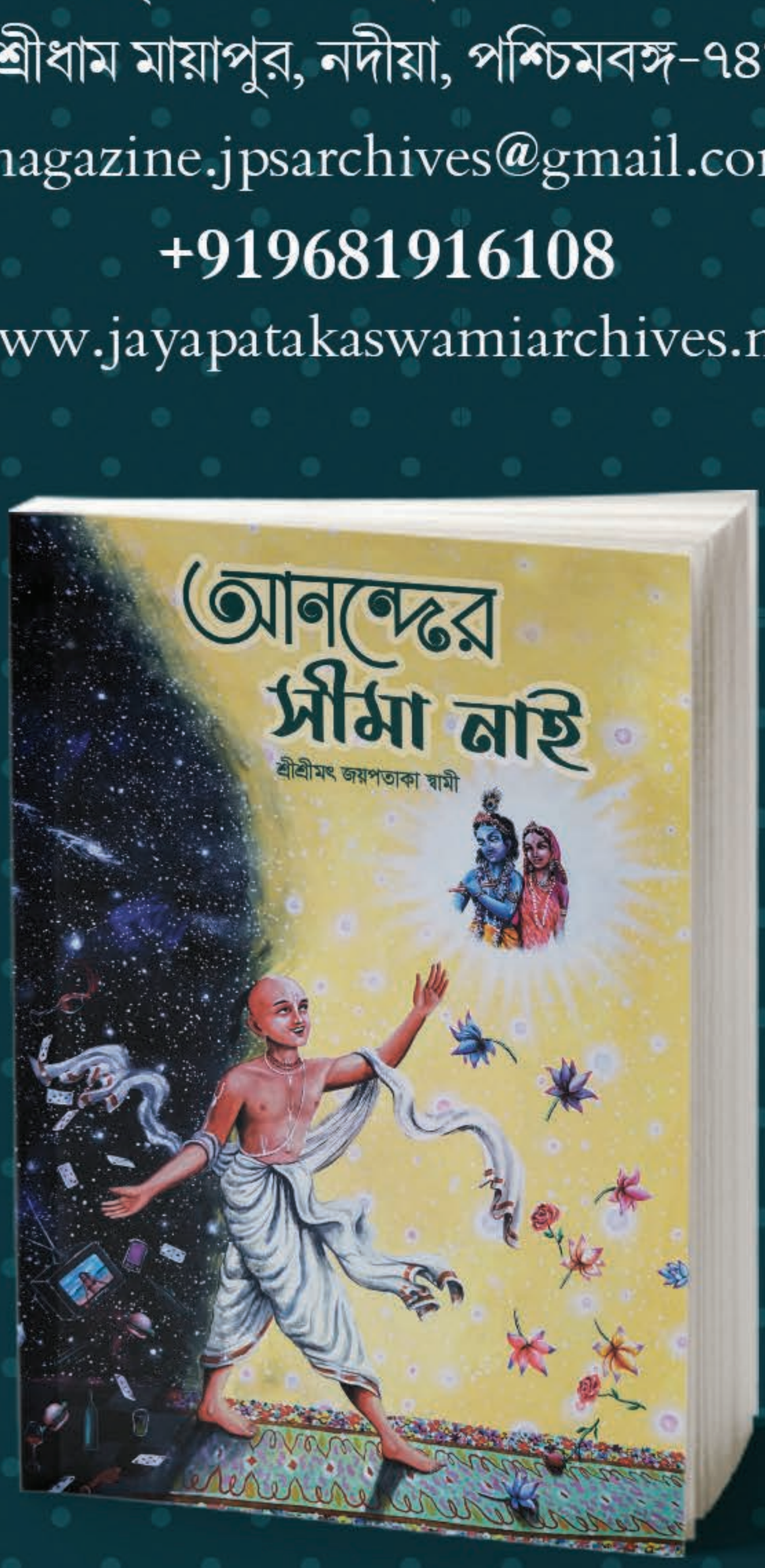

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553